নির্বাচন পেছানোর ষড়যন্ত্রে আইনশৃঙ্খলা অবনতি ঘটানো হচ্ছে: ডা. জাহিদ



সংগৃহীত ছবি

সারাদেশে আইনশৃঙ্খলার অবনতিকে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র বলে আখ্যা দিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন। তিনি দাবি করেন, নির্বাচন পেছানোর উদ্দেশ্যেই এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হচ্ছে। তবুও বিএনপি আশাবাদী—প্রধান উপদেষ্টার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সময়মতো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

বিএনপির শীর্ষ নেতা ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেছেন, “সারাদেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হচ্ছে। এর পেছনে উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্ধারিত সময়ের নির্বাচন পেছানো।”

মঙ্গলবার (১৫ জুলাই) সকালে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে ‘জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান’ উপলক্ষে বিএনপির পেশাজীবী সংগঠনের আলোচনা সভার ভেন্যু পরিদর্শন শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

ডা. জাহিদ আরও বলেন, “যেভাবে অন্তর্বর্তী সরকার ও নির্বাচন কমিশন কাজ করছে, তাতে আমরা আশাবাদী যে নির্ধারিত সময়েই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।”

সোমবার জামায়াতের এক নেতার মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, “কে কাকে লাল কার্ড দেখাবে, তা ঠিক করবে জনগণ। কে কী বলেছে, তা নিয়ে বিএনপি মাথা ঘামায় না।”

তারেক রহমানকে নিয়ে সাম্প্রতিক কটূক্তির প্রসঙ্গে ডা. জাহিদ মন্তব্য করেন, “এটি একটি গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ। তবে বিএনপি এই ফাঁদে পা দিতে চায় না। কোনো পাল্টা প্রতিক্রিয়াও আমরা দিচ্ছি না।” তিনি বলেন, “তারেক রহমানের নেতৃত্বে জনগণ আজও গণতন্ত্রের প্রত্যাশায় উন্মুখ।”

আইনের প্রতি বিএনপির শ্রদ্ধা ও অবস্থান স্পষ্ট করে তিনি বলেন, “বিএনপি কখনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না। আমরা অপরাধীর বিচার চাই, তবে তা যেন হয় প্রচলিত আইন অনুযায়ী। কোনো গণপিটুনি বা মব-সন্ত্রাসে আমাদের সমর্থন নেই।”

বিএনপির এই শীর্ষ নেতার বক্তব্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও নির্বাচনকে ঘিরে সৃষ্ট উত্তেজনার মধ্যে দলটির শান্তিপূর্ণ ও আইনি অবস্থানের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার বার্তা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।